APR. 17 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

সাড়ে ৩ বছর বেতন-ভাতা তুলে নেয়ার চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস

ডাঃ মামুন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ নন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (পিজি) হাসপাতালের স্টাফ বা ডাক্তার না হয়েও ৮ জন চিকিৎসক বিগত সরকারের আমলে সাড়ে ৩ বছর, বেতন-ভাতা নিয়মিতভাবে তুলে নিয়েছেন। এই কাজ কিভাবে সম্ভব তা পিজি হাসপাতাল, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং সমগ্র চিকিৎসক মহলে বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পিজিকে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বানানোর পর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ এস এ মালেকের পুত্র ডাঃ শেখ আব্দুল্লাহ আল মামুন, ডাঃ কাজী মসিউর রহমান, ডাঃ গুলশান আরা বেগম, ডাঃ মির্জা নাহিদা হোসেন, ডাঃ এস এম মোস্তফা জামান, ডাঃ মোঃ আবু তাহের, ডাঃ চিত্তরঞ্জন দাস ও ডাঃ দেবব্রত বণিক ৩০-৪-১৯৯৮ তারিখ থেকে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আত্তীকৃত বলে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় ১৯৯৯ সালের ১২ আগস্ট তারিখে। তৎকালীন স্বাস্থ্য সচিবকে

৫-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

ডাঃ মামুন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ নন

৮-এর পৃষ্ঠার পর

এই প্রজ্ঞাপনের একটি কপি পাঠানো হয় ২০০১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে।

সরকার পরিবর্তনের পর নতুন ভিসি, প্রো-ভিসি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা, স্টাফ, ডাক্তার, কর্মচারীর একটি চূড়ান্ত তালিকা যাচাই-বাছাই হয়। সম্প্রতি এস এ মালেক পুত্র ডাঃ মামুন অস্ত্র ও ফেনসিডিলসহ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। এরপর সে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক পরিচয় দেয়। এতে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিব্রত

অবস্থায় পড়েন এবং পূর্ণাঙ্গ যাচাই-বাছাই করে ডাঃ শেখ আবদুল্লাহ আল মামুনের কোন যোগদানপত্র বা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ হিসেবে কোন প্রমাণপত্র পাওয়া যায়নি। গতকাল (মঙ্গলবার) মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি জানান, ডাঃ শেখ আবদুল্লাহ আল মামুন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ নন। সুতরাং তার দায়দায়িত্ব পিজি বা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহন করতে পারে না।

তিনি জানান, ডাক্তার মামুন ওই প্রতিষ্ঠানের স্টাফ না হয়েও কিভাবে সাড়ে ৩ বছর পূর্ণ বেতন-ভাতা তুলে নিয়েছেন তা বোধগম্য নয়। এ ব্যাপারে তদন্ত হয়েছে এবং আইনানুগ শাস্তি নিশ্চিতের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

জালিয়াতির এহেন চাঞ্চল্যকর ঘটনার সংবাদে পিজি হাসপাতালসহ নব্য সৃষ্ট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল চিকিৎসকগণ এখন মুখ দেখাতে লজ্জাবোধ করছেন।

পিজি হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জানান, ডাক্তার মামুন ফরিদপুরের মেডিকেল অফিসার ছিলেন এবং প্রজেক্টের কাজ করার জন্য নিয়োজিত হন সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে। তারপর ভর্তি হন বারডেম হাসপাতালে। প্রধানমন্ত্রী (সাবেক) শেখ হাসিনার উপদেষ্টা এস এ মালেকের পুত্র হবার সুবাদে ডাঃ মামুন একটি চিঠি জারি করান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্তীকৃত চিকিৎসক হিসেবে। দায়িত্ব পালন এমনকি ঐ চিঠিতে উল্লিখিত গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগের মেডিকেল অফিসার হিসেবে ডাঃ শেখ আবদুল্লাহ আল মামুনের কোন ভর্তি বা যোগদানপত্র কিংবা কোন নিয়োগপত্রের কোন হদিস কর্তৃপক্ষ গতকাল পর্যন্ত তদন্তে পায়নি! তাহলে কিভাবে সাড়ে ৩ বছর ডাঃ মামুনরা বেতন-ভাতা তুলেছেন?

সংশ্লিষ্ট একাধিক কর্মকর্তা জানান, তৎকালীন সরকারের ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গকে খুশি করতে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, সচিব, ভিসি এবং প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাসহ কতিপয় ব্যক্তি মামুনসহ অবৈধদেরকে বেতন-ভাতা পেতে সুযোগ করে দিয়েছেন। এর ফলে অনেকেই যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রার, সুপারিনটেনডেন্ট, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদে নিয়োগ পেয়েছেন এবং এখনও যাদের প্রায় সকলেই ঐ সকল অতিগুরুত্বপূর্ণ স্পর্শকাতর পদে অধিষ্ঠিত আছেন। উল্লেখ্য, গত সাড়ে ৪ বছরে ৯৩ খাতে যে সকল অনিয়ম এবং আর্থিক ক্ষতির তথ্য পাওয়া গেছে তার সাথে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও প্রদান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগসাজশ রয়েছে বলে একাধিক সূত্র প্রমাণ উল্লেখপূর্বক জানিয়েছেন।